ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAR 1986 ...
পৃষ্ঠা... .. ...(..কলাম 7... ...

এক শ্রেণীর শিক্ষকের খেয়ালখুশিতে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মূল্যবান শিক্ষা বছর নষ্ট হইতে দেওয়া যায় না — এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গতকাল (বুধবার) বলিয়াছেন যে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এ ব্যাপারে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকার এক শ্রেণীর শিক্ষকের খেয়ালখুশিতে লক্ষ লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীর একটি মূল্যবান শিক্ষা বৎসর নষ্ট হইতে দিতে পারেন না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকগণ অবিলম্বে তাহাদের কাজে যোগ দিবেন। বাসস জানায়, গতকাল (বুধবার) রংপুরের কালেক্টরেট ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ একথা বলেন। পাটমন্ত্রী জনাব এম, এ, সাত্তার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব মঈদুল ইসলাম, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ডঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী জনাব শফিকুল গনি স্বপনও এই জনসভায় বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্থপতি হিসাবে শিক্ষকগণ হইতেছেন সমাজের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, এই দৃঢ় প্রত্যয় হইতেই তিনি তাহাদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যানের পদ সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি এবং তাহাদিগকে সমাজে সম্মানজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ পর্যন্ত সরকার

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকসহ শিক্ষকদের জন্য বেশ কয়েকটি আর্থিক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ দিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সরকারী সূত্র হইতে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদিগকে সংশোধিত মূল বেতনের শতকরা ৬০ ভাগ, বর্ধিত বাড়ী ভাড়া ও মেডিক্যাল ভাতা এবং দুইটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতীতে কখনও বেসরকারী স্কুল শিক্ষকগণ সরকারী কোষাগার হইতে এত বেশী আর্থিক সুবিধা লাভ করেন নাই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে, বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের এবারের কার্যকলাপের ফল দাঁড়ায় ছাত্রদের শিক্ষা জীবনের একটি মূল্যবান বৎসরের অপচয়। তিনি শিক্ষকদেরকে তাহাদের বিবেকের নিকট এই প্রশ্ন রাখিতে বলেন যে. সমাজ যখন তাহাদের জন্য এত কিছু করিয়াছে তখন সমাজের নিকট তাহাদের ঋণ এভাবে নেতীবাচক কায়দায় পরিশোধ করা যৌক্তিক কি না।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে,. বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আচরণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা শুধুমাত্র তাহাদের ব্যক্তিস্বার্থে সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও দায়িত্বশীল শ্রেণী হওয়া সত্বেও নিজেদের সন্তানতুল্য ছাত্রদের স্বার্থকে অবহেলা করিয়া ধর্মঘটে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি সর্বদাই ছাত্রছাত্রীদের বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষকদের স্থান তাহাদের পিতামাতার পরেই। তিনি প্রশ্ন রাখেন ছাত্র ও অভিভাবকগণ এক্ষণে শিক্ষকদের সম্পর্কে কি ভাবিবেন যখন তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে তাঁহার প্রয়াসের বিবরণ দিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য ২৬শে এপ্রিলের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র নির্বাচনের রায়েই জনমত প্রতিফলিত হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, অতীতে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলে নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় সেই দলগুলি নিজেদেরকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এবারও যদি কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিয়া একই ভুল করে তাহা হইলে তাহাদের রাজনীতির পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

দেশের সকল অঞ্চলকে উন্নয়নের একই পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য সরকারী প্রয়াসের কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ এব্যাপারে তাঁহার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ দেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, যমুনা সেতু প্রকল্প, যাহা অতীতে ছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক শ্লোগান, এক্ষণে আন্তরিকতা সহকারে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট জনগণের সম্বর্ধনায় সাড়া দেন। এই পথে বেশ কয়েকটি স্বাগতঃ তোরণও নির্মাণ করা হয়।

আমাদের সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনসভায় ভাষণ দানকালে ময়দানের পূর্বদিকে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক যুবক রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে শ্লোগান দেয়। প্রেসিডেন্ট তাহাদের শ্লোগানের জবাবে বলেন, দেশে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন, তাহা পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

সকালের দিকে রংপুর শাখা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল কালেক্টরেট ময়দানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ তাহাদের বাধা দেয়। মিছিলকারীদের সহিত কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে ৪ জন ছাত্র আহত হয়। পরে ছাত্রদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপে কয়েকটি গাড়ীর ক্ষতি সাধিত হয়।